ক বাংলায় কৃষক বিদ্রোহ

ালন ও গ্রামীণ নারী জাগরণ; ঢাকা; ১৯৮৮।
লন ও আমরা; কলকাতা; ২০০৩।
নিক পত্র-পত্রিকা থেকে প্রাপ্ত।
WBSA; Kolkata।
কলকাতা; ২০০৩।

মুখার্জী; হাওড়া জেলার কৃষক সমিতির পঞ্চাশ বছর;

পাইগুড়ির মেয়েরা।

নো; ৫ বর্ষ; ১ম সংখ্যা; জানুয়ারী; ২০০১।
ক; কলকাতা; ২০০৪। সুনীল সেন; বাংলার কৃষক

"তেভাগা আন্দোলনে মহিলাদের ভূমিকা" বিমলা মাজির সহিত পিটার কাসটার্সের সাক্ষাৎকার

কাকলি তা দত্ত

সহকারী অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ, জে. কে. কলেজ, পুরুলিয়া

বাংলার ইতিহাসে গ্রামীণ অসহযোগিতার অনেক উল্লেখ আছে যা সমগ্র ব্রিটিশ শাসনকাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তেভাগা আন্দোলনে গ্রামীণ এলাকার শ্রমজীবী এবং কৃষিজীবী শ্রেণীর মানুষ শোষণের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নিজেদের আর্জি জানিয়েছিল।

প্রায় ৬ লাখ মানুষ এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। এই আন্দোলনে মহিলাদের স্বার্থের প্রতি কোনো লক্ষ্য রাখা হয়নি।

কিষাণসভা তিরিশের দশক থেকে তেভাগার দাবিতে সোচ্চার হতে শুরু করেছিল। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সরকার এক কমিশন দ্বারা সেই দাবি স্বীকার করে নেয়। 1939-1940 FLOUD Commission সে কালের কৃষকদের শোচনীয় অবস্থার বর্ণনা করেছে।

এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল যখন আমন ধান কাটা শুরু হয়।

সেপ্টেম্বর 1946 বাংলা বিভাজনের প্রথম বৎসর কিষাণ সভা বা কৃষক সভা যা কমুনিষ্ট পার্টি দ্বারা চালিত ছিল, প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে তারা ফসলের এক তৃতীয়াংশের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছিল।

আন্দোলনকারিরা লাঠি এবং লাল নিশানসহ বিরাট সমাবেশ তৈরি করে বিরাট উদ্দীপনার সৃষ্টি করত। কিষাণ সভার দলীয় সদস্যরা ভাগচাষিদের শস্য কাটতে শুরু করে এবং সেগুলি চাষিদের খামারে ঝাড়া শুরু হয়।

প্রচলিত আইনকে উপেক্ষা করে ভাগচাষিরা জমিদারের খামারের পরিবর্তে নিজেদের বাড়িতে শস্য তুলে নেয় এই আন্দোলনের প্লাবন সমস্ত গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ে।

আন্দোলনের দ্বিতীয় দফায়, যে নিয়ম নেতাদের দ্বারা তৈরী হয় তা স্বতঃস্ফূর্ত